তারিখ 26 AUG 2017
পৃষ্ঠা 6 কলাম 6

দৈনিক
ইত্তেফাক

শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম আর নয়

মুহাম্মদ নাজমুল হক

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) এক গবেষণা প্রতিবেদনে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগে আর্থিক লেনদেন, দলীয়করণ, বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে মাত্রাতিরিক্ত নিয়োগ, পরীক্ষার ফল পালটে দেওয়াসহ নানা অনিয়ম ও ঘুষ-দুর্নীতির এক চিত্র উঠে এসেছে। যেটি ১৯-১২-২০১৬ তারিখে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে গুরুত্বের সঙ্গে ছাপা হয়েছে। প্রাথমিক ও বেসরকারি স্কুল-কলেজগুলোতে নিয়োগ বাণিজ্যের কারণে, মোটা অঙ্কের টাকা উৎকোচ নিয়ে শিক্ষক নিয়োগের ফলে শিক্ষার মান তো গেছেই। উপরন্তুমানসম্মত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির মূল কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে—নিয়োগের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকা, মেধা যাচাইয়ের কোনো রকম পরীক্ষা ছাড়া শুধুমাত্র সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নিয়োগ, সিন্ডিকেটের একচ্ছত্র ক্ষমতা, বিজ্ঞপ্তিতে পদের অতিরিক্ত নিয়োগের সুযোগ ইত্যাদি। গবেষণায় দেখা গেছে, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞাপিত পদের দ্বিগুণেরও বেশি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এবং এসব ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির কোনো বালাই নেই। এসব কারণে মেধাবীরা বুক ভরা হতাশা নিয়ে দেশ ছাড়ছেন। অথচ আমাদের মেধাবী সন্তানেরা বিদেশে গিয়ে নতুন নতুন জ্ঞান সৃষ্টিতে গবেষণা ও আবিষ্কারে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সার্বিক এ বিষয়গুলো অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক ও গভীর উদ্বেগজনক। নিরপেক্ষ নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং আকর্ষণীয় সুযোগ-সুবিধা থাকলে দেশ ও জাতি ওই মেধাবী সন্তানদের কাছ থেকে উন্নত সেবা পেত। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের। আমরা তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। টিআইবির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেছেন, 'উচ্চ মেধা সম্পন্ন একজনকে বাদ দিয়ে নিম্ন মেধার একজন শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেলে ওই বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি ৪০ বছর শ্রেষ্ঠ শিক্ষা দেওয়া থেকে বঞ্চিত করবেন। তাই এ ধরনের একটা ঘটনাও আমরা মানতে চাই না।'

যা হোক আশার কথা হলো, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে পরীক্ষা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন। আমাদের প্রত্যাশা প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক শিক্ষক নিয়োগে প্রতিযোগিতামূলক, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। কোনো ধরনের প্রতিযোগিতা ছাড়া অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একজন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়ে যাবেন এটা কখনোই কাম্য হতে পারে না। নিয়মবহির্ভূতভাবে শিক্ষক হয়ে দীর্ঘ ৩০-৪০ বছর কেউ রাষ্ট্রের সব সুযোগ-সুবিধা পাবেন অথচ তার কাছ থেকে কাঙ্ক্ষিত সেবা পাওয়া যাবে না, জাতি সুশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে—এটা হতে পারে না। আর এ লক্ষ্যে ইউজিসির ক্ষমতা আরো বাড়াতে হবে। এবং শুধু তদন্ত ও প্রতিবেদন দাখিলের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ইউজিসিকে আরো শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে হবে। জ্ঞান-গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষার স্বার্থে ইউজিসিসহ সংশিষ্ট সব পক্ষকে এক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে। সরকার তথা সংশিষ্ট নীতিনির্ধারক মহলের কর্তব্য হলো, সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে এমন একটি ইতিবাচক আবহ তৈরি করা যাতে মন্দরা ঝরে পড়ে আর ভালোরা বিকশিত হতে পারে পূর্ণ প্রভায়। সেইসঙ্গে মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে আমাদের মহান শিক্ষকরা ব্রিটিশ শাসনামল হতে যে অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছেন সে গৌরবসূর্য যেন অস্তমিত না হয়।

সিরাজগঞ্জ